Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 400 – 407
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

পারিবারিক পরিসরে কর্ম বিভাজন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা

অঙ্কিতা ঘোষ
গবেষক, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : ankita.ghosh911025@gmail.com

Keyword
জৈবিক, প্রকৃতি-প্রতিপালন বিতর্ক, সমাজ জীববিজ্ঞানী, কার্যকারিতাবাদী, সাংস্কৃতিক, পিতৃতন্ত্র, যৌন পরিচয়, লিঙ্গ পরিচয়।

Abstract
ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যেকার সম্পর্কটিকে অনুধাবন করতে হলে 'পরিবার' নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি বিষয় ধারণা থাকা আবশ্যক। ব্যক্তির সামাজিকীকরণের প্রথম ধাপ হল পরিবার। পরিবারের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে আধুনিক সমাজবিদ্যার অন্যতম ব্যক্তিত্বরাও বারবারই মানব জীবনে পরিবারের গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন। পরিবার একটি পরিবর্তনের ধারা। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমাজে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির বিবর্তন ঘটেছে। পরিবারের এই বহুমুখীন চরিত্রটির কারণে সমাজতাত্ত্বিক থেকে নৃতাত্তিকরা বারবারই পরিবারের একটি সর্বজন সম্মত সংজ্ঞা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। পরিবারের এই বহমানতা সত্ত্বেও পরিবারকে ঘিরে নানাবিধ গবেষণা, নানা প্রকার নৈতিক তত্ত্ব আলোচনা কম হয়নি-যা সমাজবিদ্যার ইতিহাসকে বারবারই সমৃদ্ধ করেছে। পরিবার সংক্রান্ত এমনই একটি নৈতিক আলোচনার বিষয় হল পারিবারিক পরিসরে সদস্যদের কাজের বন্টনগত বিষয়টির আলোচনা। আমরা জানি নারী ও পুরুষ পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে, পারিবারিক ক্ষেত্রে তাদের এই ভূমিকা পরস্পর বিপরীত। প্রশ্ন হল এই কর্ম বিভাজনের ভিত্তি কি? এই কর্ম বিভাজনের উৎস কি জৈবিক? যদি তা জৈবিক হয় তাহলে তা নিয়ে কোন প্রকার আলোচনা বিশেষত নৈতিক আলোচনার অবকাশ থাকে না। আর যদি এই ভূমিকার উৎসটি হয় সমাজিক বা সংস্কৃতিক তাহলে প্রশ্ন হতে পারে এই শ্রম বন্টনের যৌক্তিকতা কতখানি? পারিবারিক ক্ষেত্রে সদস্যদের এই ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা তাদের স্বাধীন আত্মবিকাশে কোনভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না তো? এই বিষয়টিকেই কেন্দ্র করে উঠে আসে প্রকৃতি বনাম প্রতিপালন সংক্রান্ত বিতর্কের বিষয়টি। যা আমাদের পারিবারিক আচরণের জৈবিকতা এবং সমাজ সংস্কৃতির প্রভাব বিষয়ে বিশেষভাবে অবগত করে। ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনা হোক বা সমাজের ক্ষুদ্রতম একক হিসাবে এবং সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হিসাবে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির আলোচনাই হোক মার্কসীয় চিন্তার রীতি কে বাদ রেখে এই জাতীয় যেকোনো সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় যে অসম্পূর্ণ থেকে যায় তা বললে বোধ হয় খুব ভুল হয়না। এই আলোচনার পাশাপাশি যা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে তা হল নারীবাদী বীক্ষনে পরিবার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি যা

পারিবারিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ভূমিকা কে ভিন্নতর আঙ্গিক থেকে দেখতে সহায়ক হয়। এই আলোচনায় আমাদের ভাবতে বাধ্য করে পরিবার যাকে আমরা মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই ভেবে থাকি, যা আমাদের কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি বিষয়, তাকি কোন ভাবে আমাদের অজান্তেই আমাদের আত্ম বিকাশের পথে পরিপন্থী? তা কি ব্যক্তি মানুষকে তার জীবনের সম্ভাবনা গুলি সম্পর্কে অবগত করতে ব্যর্থ? যে পরিবার যে প্রতিষ্ঠান আমাদের সামাজিকীকরণের প্রথম পাঠটি দেয় সেই পরিবারই আবার আমার মধ্যেকার সম্ভাবনাকে প্রকাশ করার পথে অন্তরায় - এ জাতীয় কথা কি স্ববিরোধিতা দোষে দুষ্ট নয়? যদি সেক্ষেত্রে পরিবারের মধ্যে এমন কোন ত্রুটি গবেষণার মধ্যে দিয়ে উঠে আসেও তাহলে কি আমরা পরিবারের নতুন কোন বিকল্পকে খুঁজে নেব?

Discussion

ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক স্থাপনে যে প্রতিষ্ঠানটি সেতু বন্ধনের কাজটি করে মানব সভ্যতার সেই প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানই হল পরিবার। ব্যক্তি জীবনের প্রাথমিক চাহিদা পূরণের তাগিদে পরিবারের উদ্ভব হলেও সমাজের এই ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তি মানুষকে সমাজস্থ অন্যান্য বৃহত্তর ক্ষেত্রের সহিত যুক্ত হবার প্রেক্ষাপটটি প্রস্তুত করে। আমরা জানি ব্যক্তি মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনবোধই সমাজের ভিত্তি। ব্যক্তি মানুষ সমাজের সঙ্গে এক আদান-প্রদান রূপ সম্পর্কে জড়িত তাই ব্যক্তির দায়িত্বশীলতাকে অগ্রাহ্য করে সমাজ অগ্রসর হতে পারেনা। সামাজিক এই চাহিদা একজন ব্যক্তির পক্ষে তখনই পূরণ করা সম্ভব যখন সে নিজে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটির সঙ্গে যুক্ত থাকে, আর তা সম্ভব হয় পরিবারের মধ্যে দিয়েই। মহান দার্শনিক অ্যারিস্টটল মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব হিসাবে স্বীকার করার পাশাপাশি সমাজবদ্ধ জীব হিসেবেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাই ব্যক্তি জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংগঠন 'Polis' (রাষ্ট্র) এর গুরুত্বকে বজায় রেখেও প্রাত্যহিক প্রয়োজনে যে সংগঠন কে আবশ্যিক বলে মনে করেছেন তা হল পরিবার। অ্যারিস্টটল 'Nicomachean Ethics' এ পরিবারকে সংজ্ঞায়িত করেছেন 'philia' এর একটি বিশেষ রূপ হিসাবে, যার অর্থ ভালোবাসা। আধুনিক সমাজবিদ্যার আলোচনায় পরিবার প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার ও পেজ 'Society: An Introductory Analysis' বইতে দেখিয়েছেন পরিবার হল যৌন সম্পর্কের দ্বারা সুনির্ধারিত একটি গোষ্ঠী। যা সন্তান উৎপাদন ও পালনের দায়িত্বে নিযুক্ত[১]। যদিও সামান্যতম বিশ্লেষণে পরিবার সম্পর্কিত এই ধারণার সীমাবদ্ধতা আমাদের সামনে ধরা পড়ে। কারণ আমরা দেখতে পাই সন্তানহীন পরিবারের অস্তিত্ব সমাজে বিরল নয়। R. F. Winch পরিবার সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন তা পূর্বের তা হল পরিবার হল দুই বা ততোধিক ব্যক্তির একটি গোষ্ঠী যা গঠিত হয়েছে বৈবাহিক সম্পর্ক ও রক্তের সম্পর্ক বা দত্ত গ্রহণের দ্বারা সৃষ্ট[২]। পূর্বের তুলনায় এই সংজ্ঞাটি ব্যাপক হলেও পরিবারের প্রত্যয়টিকে বোঝার জন্য তা যথাযথ এমন বলা যায় না। নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে এমন কিছু পরিবারের দৃষ্টান্ত আমরা পাই যাকে উপরিক্ত পরিবারের সংজ্ঞা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। যেমন কেরালার নায়ার সম্প্রদায়ের মতো এমন কিছু পরিবারের দৃষ্টান্ত নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে উঠে আসে।

এক

মানব সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের গঠন বিন্যাসেও পরিবর্তন, পরিমার্জন সাধিত হয়েছে। পরিবারের এই রূপ বৈচিত্র্যের জন্য সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকরা কোন একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় পরিবারকে সংজ্ঞায়িত করতে বারবারই ব্যর্থ হয়েছেন। পরিবারের এই বহমানতা এই বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকাশ কে মাথায় রেখেই w. J. Goode পরিবারের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'স্থিতিস্থাপক' শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

> "Any specific family may appear to be fragile or unstable, but the family system as a whole is though and resilient."[৩]

আধুনিক শিল্প উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় নানা প্রকার সমাজতাত্ত্বিক, নৈতিক গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে পরিবার নামক প্রত্যয়টিকে ঘিরেও বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন ভিন্ন ভিন্ন মতামত প্রতিনিয়তই সমাজতাত্ত্বিক গবেষণাকে সমৃদ্ধ করে চলছে। সে আলোচনা কখনো পরিবারের ভবিষ্যতের প্রশ্নকে সামনে রেখে, কখনো বা পরিবারের বিকল্পকে অনুসন্ধান করে। এই ধরনের সমাজতাত্ত্বিক নীতিগত আলোচনার সূত্র ধরেই পরিবার সংক্রান্ত আরো একটি বিষয় বিশেষ প্রাসঙ্গিকতার দাবিদার হয়ে ওঠে, তা হল পরিবারে বিদ্যমান কাজের বন্টন গত যাথার্থতা বিষয়ক আলোচনাটি।

পরিবার সংক্রান্ত এই ধরনের যেকোনো আলোচনা কে এগিয়ে নিয়ে যাবার স্বার্থে পরিবারের একটি সাধারণ রূপকে আমাদের স্বীকার করে নিতেই হয়। শিল্প বিপ্লবোত্তর ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের আমরা যে রূপটি স্বীকার করে নিই তা হল - অন্ততপক্ষে দু-জন পূর্ণবয়স্ক পরস্পর বিপরীত লিঙ্গের মানুষের এক সাথে স্থায়ী ভাবে বসবাস, পারিবারিক পরিসরে তাদের ভিন্নভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা এবং এই পূর্ণবয়স্ক মানুষদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক এবং সন্তানের জন্ম দান করা ও প্রতিপালনের সূত্র ধরে সন্তানের সঙ্গে তাদের পিতা-মাতার সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া। যদিও W. J. Goode তাঁর The Family বইতে পৃথিবীর আধুনিক দেশ গুলিতে মাত্র ২৩ শতাংশ পরিবারই এমন বলে দাবি করে থাকেন।

আমরা দেখি পারিবারিক সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের কাজের বণ্টনের উপর ভিত্তি করে পরিবারের কাঠামোটি দাঁড়িয়ে আছে। পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানকে, পারিবারিক সম্পর্ক গুলোকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে নিয়ে চলার জন্য প্রত্যেক সদস্যেরই কোন না কোন ভূমিকা থাকে। তা সে যত্নের সঙ্গে জড়িত হোক বা অর্থনৈতিক দায় দায়িত্ব পালন করেই হোক। এখন প্রশ্ন হল পারিবারিক সদস্যদের আচরণগত পার্থক্য এবং পারিবারিক পরিসরে তাদের শ্রমের যে বন্টন তা কতখানি যুক্তিযুক্ত? অনেকেই এই বিভাজনকে স্বাভাবিক হিসাবে ধরে নিলেও সমাজতাত্ত্বিকদের একাংশ এখানে স্পষ্টতই বৈষম্যের ইঙ্গিত পান। পারিবারিক পরিসরে কাজের এই বন্টন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক বলেই এই ধারার সমাজতাত্ত্বিকরা দাবি করে থাকেন।

দুই

এখন প্রশ্ন হল সমাজতাত্ত্বিকদের একাংশের এই অভিযোগ কতখানি গ্রহণযোগ্য- তা জানতে গেলে পারিবারিক পরিসরে এই শ্রমবন্টন ব্যবস্থার মূল ভিত্তিটিকে অনুসন্ধান করা জরুরি। অর্থাৎ আমাদের দেখা প্রয়োজন এই শ্রমবণ্টন ব্যবস্থার মূলে কি আছে? কিসের ভিত্তিতে গড়ে উঠছে এই শ্রমবিভাজন? নারী-পুরুষ পারিবারিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যে ভিন্নভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তা কি জৈবিক ভাবেই নির্ধারিত নাকি এই ভূমিকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কৃতি কোন প্রভাব থাকে? যদি ভূমিকাটি সম্পূর্ণ ভাবে জৈবিক হয়ে থাকে তাহলে তা নিয়ে কোনরূপ আলোচনা বিশেষত নৈতিক আলোচনা করা চলে না। স্বাভাবিক ভাবেই তখন সমাজতাত্ত্বিকদের একাংশের আনা ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিবন্ধকতার যে অভিযোগটি তাও তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়। কিন্তু এই শ্রমবিভাজনের মূলে যদি থাকে সমাজ সংস্কৃতির প্রভাব, যদি এই দায়িত্ব নারী-পুরুষের উপর সামাজিক ভাবে আরোপিত হয়ে থাকে, তাহলে সেই বিভাজন বা সেই আরোপ কতখানি যুক্তিযুক্ত বা আদৌ যুক্তিযুক্ত কিনা? এবং তা ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশে কোন ভাবে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে কিনা? এই প্রশ্নগুলি সেক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে বিচারের যোগ্য হয়ে ওঠে।

পরিবারের নারী পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকার ভিত্তি বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের প্রকৃতি ও প্রতিপালন সংক্রান্ত বিতর্কটির (Nature Nurture Debate) দিকে ফিরে তাকাতে হয়। এই আলোচনার উদ্দেশ্য হল পারিবারিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের যে ভূমিকা তা জৈবিক ভাবে নির্ধারিত নাকি সমাজ সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত তাকে অনুসন্ধান করা। এই প্রসঙ্গে আমরা সমাজজীব বিজ্ঞানী (Socio-biologist) এবং সমাজবিজ্ঞানীদের (sociologist) মতটি আলোচনা করব। সমাজজীব বিজ্ঞানীদের দাবি অনুযায়ী মানুষের, মানব পরিবারের সেই সব ভূমিকাকে জৈবিক বলা যায়, যার সঙ্গে মানবেতর প্রাণী আচরণগত সাদৃশ্য আছে। সমাজ জীব বিজ্ঞানীদের আলোচনা থেকে এটাও দেখা যায় যে তারা পরিবারের সেই সমস্ত ভূমিকাকে জৈবিক বলে ব্যখ্যা করেছেন যার সঙ্গে মানুষের আদিম পূর্ব-পুরুষ হিসাবে গরিলা,

বানর ইত্যাদির আচরণের এবং তাদের 'গৃহস্থালির' কোন ধরনের সঙ্গে মানুষের বা মানব পরিবারের কোনরূপ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এছাড়াও সমাজ জীব বিজ্ঞানীরা মনে করেছেন সন্তানের জন্মদান বংশরক্ষার তাগিদটি সম্পূর্ণরূপে একটি জৈবিক চাহিদা। আর পারিবারিক পরিসরে যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম এই জৈবিক চাহিদাটিকে সামনে রেখে সম্পাদিত হয়, সুতরাং এ কথা বলাই যায় যে পারিবারিক ক্ষেত্রে কর্ম বিভাজনের যে উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি তা সম্পূর্ণ রূপে জৈবিক। সমাজবিজ্ঞানীরা এই ব্যাখ্যা মানতে নারাজ। তাদের মতে মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণী তাই তার আচরণকে নিছক মানবেতর প্রাণীর আচরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা সঙ্গত বলা যায় না। তারা এও বলেন যে মানব আচরণের বা মানুষের কর্মের ভিত্তি জৈবিক কিনা তা নির্ধারণ করতে সমাজ জীব বিজ্ঞানীরা যে মানবেতর প্রাণীর আচরণ বা কর্মের সঙ্গে মানুষের আচরণ বা কর্মের সাদৃশ্য খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছেন সেই প্রক্রিয়াটি সর্বদা সঠিক হবে এমন দাবিও করা যায় না। কারণ আদিম কাল থেকে মানুষ সে যেমন নানা প্রকার বিবর্তন ধারার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে ফলে মানব আচরণের ক্ষেত্রে যেমন বহুপ্রকার সমাজ সংস্কৃতিক পরিবর্তন ছাপ ফেলে গেছে, ঠিক একই ভাবে এই সমস্ত মানবেতর প্রাণীরাও নানান প্রকার বিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের অভিযোজিত করেছে। ফলে তাদের আঁচরণ বা তাদের সম্পাদিত ক্রিয়া কর্ম কতখানি জৈবিকতা আছে সে বিষয়েও প্রশ্ন থেকে যায়।

তিন

পরিবারের সন্তান উৎপাদন একটি জৈবিক ঘটনা হলেও সমাজবিজ্ঞানীরা দাবি করেন সন্তান উৎপাদন তথা বংশরক্ষার তাগিদ টিকে সম্পূর্ণরূপে জৈবিক আচরন বলে ব্যাখ্যা করা বোধহয় সঙ্গত হবে না। নিজের বংশধারাকে অক্ষুন্ন রাখার সামাজিক দায়ভার মানুষ সর্বদাই এড়িয়ে যেতে পারে না। নিজ উপার্জিত বা পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিজ রক্তের সন্তানের হাতেই গচ্ছিত থাক- এই আর্থসামাজিক বোধ যে মানুষকে সন্তান দানে প্রবৃত্ত করে তা আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারি না। আজও আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির দিকে তাকালে দেখি বংশরক্ষার ক্ষেত্রে পুত্র সন্তানকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাই এমন অনেক পরিবারই আছে যেখানে কন্যা সন্তান থাকার পরেও পুত্র সন্তান লাভের আশায় পুনরায় দম্পতি সন্তান দানে প্রবৃত্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় সন্তান লাভের আশাটিকে জৈবিক বলার তুলনায় সামাজিক প্রত্যাশার দ্বারা চালিত বলাই সঙ্গত মনে হয়।

নারীর শারীরবৃত্তীয় গঠন এবং সন্তান ধারণের সক্ষমতা থেকে আমরা এমন সিদ্ধান্ত করি যে সন্তানের জন্ম দানের সঙ্গে সঙ্গে সন্তান প্রতিপালনের কাজটির ক্ষেত্রেও নারী জৈবিকভাবে আবদ্ধ। জন্মের পরই সদ্য শিশুটির ক্ষেত্রে যে এক বিশেষ ধরনের যত্নের প্রয়োজন হয় এবং জন্মদাত্রী মার শারীরিক দুর্বলতার কারণে বিশ্রামের প্রয়োজন হয় সেই জৈবিক দিকটিকে স্বীকার করেও, সমাজতাত্বিকরা মনে করেন যে সন্তানের জন্মদানের সঙ্গে তার প্রতিপালনের দায়িত্ব জৈবিকভাবে আবদ্ধ এমন বলা যায় না।

> "There is no biological connection between these two but surely a strong social link".[৪]

সদ্যোজাত শিশুটি সেই জন্ম মুহূর্তে অসহায় এবং তার যে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় তা যে কোন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দ্বারাই হতে পারে, তার জন্য তার জন্মদাত্রী মা কেই যে সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে না। Infants need "mothering' but they do not need their own mother to do it- father or unrelated men and women can do it too"[৫]। নারীর এই পারিবারিক ভূমিকাটির সঙ্গে সমাজ সংস্কৃতির স্পষ্ট যোগ রয়েছে বলে সমাজতাত্বিকরা গবেষণায় উল্লেখ করেছেন।

চার

সাধারণ ভাবে আমরা দেখি পুরুষের আকার উচ্চতা ও গড় ওজন নারীর গড় উচ্চতা ও ওজনে তুলনায় বেশি। এই সূত্র ধরে সমাজ-জীব বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করে থাকেন যে পুরুষ জৈবিকভাবে সামাজিক ও পারিবারিক আধিপত্য বিস্তারে

সক্ষম। পরাক্রমমূলক কাজের ক্ষেত্রে সাবলীল, কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীদের একটি বড় অংশই বিষয়টিকে সমাজ কর্তৃক সৃজিত বলেই মনে করেন। গড় আকার উচ্চতার বিষয়টি যে সমস্ত ক্ষেত্রেই সমানভাবে অনুসরণ করা হয় এমন দাবি তারা করেন নর, পাশাপাশি সমাজ বিজ্ঞানীরা দেখান যে একটি পরিবারে পুত্র সন্তান ছোটবেলা থেকে যে ধরনের কাজের সঙ্গে অভ্যস্ত হয় কন্যা সন্তানরা তা হয় না। ফলে পুরুষের মধ্যে যে সক্ষমতা তৈরি হয় নারী তা থেকে দূরেই থেকে যায়। প্রকৃতি বনাম প্রতিপালন বিতর্কের এই আলোচনা থেকে যে বিষয়টি স্পষ্টই উঠে আসে তা হল, পারিবারিক পরিসরে নারী পুরুষের কর্মের যে বন্টন তা সম্পূর্ণরূপে জৈবিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এমন দাবি করা যায় না। নারী পুরুষের এই ভূমিকার ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কৃতিক প্রভাবকে কোন ভাবেই অস্বীকার করা চলে না।

যেহেতু এক্ষেত্রে জৈবিকতার পাশাপাশি সমাজ সংস্কৃতির প্রভাবটিও বিশেষভাবে চর্চার জায়গা করে নিয়েছে সেহেতু পারিবারিক পরিসরে কর্ম বিভাজন সংক্রান্ত বিষয়টিকে নৈতিক আলোচনার ঊর্ধ্বে রাখা যায় না। আর সেই সূত্র ধরেই এই শ্রমবিভাজন কতখানি যৌক্তিক, ব্যক্তির আত্ম বিকাশে তার ভূমিকা ঠিক কেমন? সেই প্রশ্নগুলি আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে।

পারিবারিক পরিসরে নারী ও পুরুষের কর্মের বন্টনের যাথার্থতা বিষয় আলোচনায় যে সকল সমাজতাত্ত্বিকরা ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন এমন নয়। এই প্রসঙ্গে কার্যকারিতা বাদী (Functionalist) দৃষ্টিকোণ থেকে পারিবারিক শ্রমবিভাজনের আলোচনাটি যেমন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ঠিক সেই ভাবেই মার্কসীয় চিন্তা রীতিতে এবং নারীবাদী বীক্ষনে পারিবারিক এই শ্রম ও বন্টনের ধারণাটির কিভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে তা এই প্রসঙ্গে আলোচনার দাবিদার হয়ে ওঠে। কার্যকারিতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের এবং সমাজস্থ প্রতিষ্ঠানের যে ব্যাখ্যা উঠে আসে তা আভিনব। তারা মানবদেহের জৈবিক গঠনগত বিন্যাসের সঙ্গে সমাজের এবং সমাজ মধ্যস্থ প্রতিষ্ঠানগুলি একটি সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। মানব দেহে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেমন বিশেষ কার্যকারিতা আছে এবং প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুষ্ঠুভাবে সঞ্চালনের মধ্যে দিয়েই সমগ্র দেহের প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে এবং দেহগত ভারসাম্য বজায় থাকে, ঠিক সেই ভাবেই কার্যকারিতাবাদীরা মনে করেছেন সমাজস্থ সকল প্রতিষ্ঠানেরই নির্দিষ্ট কার্যকারিতা আছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়েই একটি শৃঙ্খলিত সমাজ গড়ে উঠতে পারে। পরিবার সেই সমাজেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যা সমাজকে শৃঙ্খলিত করে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিশেষভাবে উপযোগী। তাই কার্যকারিতা বাদীদের মত অনুযায়ী সমাজ একটি সমগ্র, পরিবার যার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজবিদ্যার জনক অগাস্ট কোঁতে খ্যাতনামা সমাজতাত্ত্বিক হার্বার্ট স্পেন্সার এই কার্যকারিতা তত্ত্বের সমর্থক। কার্যকারিতা তত্ত্বের সমর্থকগণ পরিবারের নারী পুরুষের এই শ্রমও বন্টন টিকে অত্যন্ত স্বাভাবিক বলেই গ্রহণ করেছেন। মেলানস্কির মতো কার্যকারিতা তত্ত্বের সমর্থক তার দীর্ঘ গবেষণার মধ্যে দিয়ে পরিবারকে একটি ভিত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবেই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

পাঁচ

কার্যকারিতা তত্ত্বের সমর্থকদের মতো সকল সমাজতাত্ত্বিকই যে পরিবারের এই কর্ম বন্টনের দিকটিকে স্বাভাবিক বলে মনে করেছেন এমন নয়। সমাজতত্ত্বের বেশ কিছু ধারাই সেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তি বিকাশের দিকটি উপেক্ষিত বলে মনে করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা এখন মার্কসীয় চিন্তা রীতিতে পারিবারিক বিশ্লেষণ কোন ধারায় অগ্রসর হয়েছে সেই দিকে আলোকপাত করব।

মার্কসীয় চিন্তা রীতিতে পরিবার :

মার্কসীয় চিন্তা রীতিতে পরিবারের আলোচনাটিকে প্রাঞ্জল ভাবে তুলে ধরেছেন ফ্রেডরিক এঙ্গেলস। হেনরি লুইস মর্গ্যান এর গবেষণার উপর নির্ভর করে এঙ্গেলস তার 'Origin of the family private property and state' বইতে দেখিয়েছেন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির বিবর্তনের ইতিহাসকে। তিনি দেখান সমাজের বিবর্তন, পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তনের মূলে রয়েছে উৎপাদন তথা অর্থনৈতিক সম্পর্ক। আদিম সাম্যবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে উচ্চ-নীচ, নারী-পুরুষ ইত্যাদি তেমন কোন ভেদ পরিলক্ষিত হত না। ব্যক্তিগত

সম্পত্তি উদ্ভবের আগে আধুনিক বিশ্বে আমরা যাকে পরিবার বলে মনে করি তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে মানুষ ধীরে ধীরে কৃষি পশুপালন ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হতে শুরু করে, কৃষিজাত শস্য গবাদি পশু ইত্যাদি যা সংরক্ষণযোগ্য তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে মানুষের কাছে সংরক্ষিত গচ্ছিত হতে শুরু করে। কৃষি ও পশুপালন ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠবার আগে পর্যন্ত নারী পুরুষের অবাধ যৌন মিলনে কোন বিধি নিষেধ ছিল না। এরপর সমরক্ত ভিত্তিক পরিবারের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে পিতা কন্যা বা মাতা পুত্রের যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ হলেও একটি প্রজন্মের মধ্যে নারী পুরুষের যৌন মিলনে কোন নিয়ন্ত্রণ তখনও আসেনি। পরবর্তীকালে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপনেও বংশ পরিচয় মায়ের পরিচয় সূত্রে নির্ধারিত হতে দেখা যায়। কিন্তু পশুপালন এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সময় থেকেই এই অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে, এই সময় থেকেই উৎপাদনের কাজ থেকে নারীকে অব্যাহতি দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। শিশুর জন্মদান এবং তার প্রতিপালন নারীর কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হতে শুরু করে। উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত হয়ে পুরুষ চাইল তার উপার্জিত সম্পদের উত্তরাধিকারী হোক তার নিজের ঔরসজাত সন্তানই। আর এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই নারীর অবাধ যৌন মিলনে আরোপিত হল বিধিনিষেধ। এই যৌন নিষ্ঠার ভার আরোপিত হয়েছিল কেবল নারীর উপরই। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর বৈধ উত্তরাধিকারী নিশ্চিতকরণের তাগিদই নারীর যৌনতার উপর নিয়ন্ত্রণ জারি করে বলে এঙ্গেলস মনে করেছেন। মাতস্বত্ত অগ্রাহ্য করে তার স্থান নিল পিতৃপরিচয়। এঙ্গেলস একে 'বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়' বলে চিহ্নিত করেছেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে যে যৌন নিষ্ঠার দাবির ধারণাটি আসে যার থেকে আমরা এক পতি পত্নিক পরিবার বা মনোগ্যামাস পরিবারের ধারণাটি পাই সে যৌন নিষ্ঠার দায় ছিল একা নারীরই।

ছয়

অধ্যাপিকা মল্লিকা সেনগুপ্ত তার স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ বইতে বলেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে পুরুষ নারীকে সবচেয়ে বড় যে ধাপ্পাটি দিয়েছে তার নাম মনোগ্যামী। পুরুষ কোনদিনই যৌন নিষ্ঠা পালন করেনি। গনিকা বিলাস ও পর স্ত্রী চর্চা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি তাই প্রমাণ করে[৬]। এই আলোচনাটিতে যা উঠে আসে তা হল মার্কসীয় চিন্তারীতি সামাজিক শোষণের অঙ্গ হিসাবেই পরিবারকে ব্যাখ্যা করেছে। মার্কসীয় চিন্তায় সমাজ অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে দুটি বিপরীত শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। যার এক দিকে রয়েছে বুর্জোয়া বা উৎপাদনের মালিক শ্রেণী আর অন্যদিকে রয়েছে প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারা শ্রেণী। সমাজের এই বিপরীত ধর্মী বিভাজন পরিবারের ক্ষেত্রেও চোখে পড়ে। সেখানে পুরুষরা বুর্জোয়া আর স্ত্রী সর্বহারা বা প্রলেতরিয়েত হিসাবে বিবেচ্য। সর্বহারা পরিবারে নারীরা উৎপাদনের সাথে যুক্ত থাকলেও তাদের অবস্থার যে খুব বেশি পরিবর্তন হয় তা নয়, কারণ সে ক্ষেত্রে তারা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কর্তৃক যেমন শোষিত হয় তেমনি সেই শোষণ যন্ত্রের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসাবে পরিবারের অভ্যন্তরেও শোষিত হতে থাকে। এই অবস্থায় বাইরের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও নারী প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায় পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় দক্ষ শ্রমিক সরবরাহ করা। পাশাপাশি পুঁজিপতি ধনতান্ত্রিক পরিবার গুলির ক্ষেত্রে নারীর অবস্থা আলাদা কিছু এমন বলা যায় না, সে ক্ষেত্রে নারীরা বাইরের উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত না থেকে পুরুষকেই অন্নদাতা হিসাবে সম্পূর্ণভাবে তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং এই অবস্থায় নারীর একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায় পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় বৈধ উত্তরাধিকারী সরবরাহ করা। এই ব্যাখ্যা থেকে পরিবারের নারীর যে অবস্থানটি উঠে আসে তা কোন ভাবেই নারীর স্বাধীন আত্ম বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে পারে না, এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

সাত

নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবার :

মার্কসীয় ব্যাখ্যা আমাদের দেখায় পারিবারিক পরিসরে নারীর শোষণের ও নিয়ন্ত্রণের মূলে রয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব। পরবর্তীকালে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এই শোষণ এবং অবদমনের মূল উৎস হিসাবে উৎপাদন তথা অর্থনৈতিক

ক্ষেত্র থেকে নারীর বিচ্যুতিকেই দায়ী করেছে মার্কসীয় চিন্তারীতি। মার্কসীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী পারিবারিক ক্ষেত্রে নারী শোষণের মূলে এবং নারীর কর্ম বন্টনের ক্ষেত্রে যে বস্তুগত কারণ কে চিহ্নিত করা হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে অর্থনৈতিক। কিন্তু নারীবাদীরা সামাজিক ও পারিবারিক পরিসরে নারীর এই অবদমনকে এক বাক্যে স্বীকার করলেও, তার কারণ হিসাবে তারা দায়ী করেছে পিতৃতন্ত্রকে। নারীবাদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'পিতৃতন্ত্র' হল পুরুষের আধিপত্যবাদ। যা প্রতি ক্ষেত্রেই নারীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। এই আধিপত্যবাদের প্রাথমিক প্রকাশ দেখা যায় পারিবারিক গণ্ডির মধ্যেই বলে নারীবাদীরা মনে করেন। এই পিতৃতন্ত্রের সঙ্গে অবশ্যই জড়িয়ে আছে ক্ষমতার আস্ফালন। তাই নারীবাদীরা মনে করেন, পরিবার দাঁড়িয়ে আছে নারী ও পুরুষের মধ্যেকার ক্ষমতা ভিত্তিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। যে ক্ষমতার কেন্দ্রে রয়েছে পুরুষ আর নারী অবস্থান করছে প্রান্ত সীমায়। নারী ও পুরুষের মধ্যে যে জৈবিক ভেদ তা কোন নারীবাদী অস্বীকার করেন না। ক্রোমোজোমের গঠন, হরমোনের রসায়নের উপরর ভিত্তি করে নারী ও পুরুষের মধ্যে দেহের বিন্যাসের যে পার্থক্য তা জৈবিক পার্থক্য। এই জৈবিক পার্থক্য প্রাকৃতিক এবং এই পার্থক্যের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে নারী ও পুরুষের যৌন পরিচয়টি (sex identity)। এই পরিচয় জন্মগত, কিন্তু নারীবাদীরা মনে করেন এই যৌনপরিচয়ের সূত্র ধরে এমন দাবি করা কোনোভাবেই সঙ্গত নয় যে দাবি পুরুষকে নারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠতর এবং নারীকে পুরুষের তুলনায় হীনতর বলে মনে করে। নারীবাদীরা দেখান পিতৃতন্ত্র যৌনপরিচয়ের ঊর্ধ্বে গিয়ে নারী ও পুরুষের আরও একটি পরিচয় কে তৈরি করে, যা জেন্ডার আইডেন্টিটি বা লিঙ্গ পরিচয়। এই জেন্ডার আইডিন্টিটি কতগুলি কনস্ট্রাক্টেড বা সৃজিত ধর্মকে বোঝায়[৭]। পুরুষ মাত্রই যৌক্তিক, বস্তুগত চিন্তার অধিকারী, পরাক্রমমূলক, অধিনায়কত্বসুলভ গুণের অধিকারী, আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম, চঞ্চল - অন্যদিকে নারী আবেগপ্রবণ, বিষয়িগত চিন্তায় মগ্ন, শান্ত ধীর স্থির, অন্য কারোর অধীনে থাকতে আশ্বস্ত বোধ করে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে নারী ও পুরুষের গুণগুলি পরস্পর বিপরীত। পিতৃতন্ত্র শুধুমাত্র এই পার্থক্যকরণ করেই নিজেদেরকে দায়ভার থেকে মুক্ত করেনি। এই পার্থক্যের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে বৈষম্যকেও। যার মধ্যে দিয়ে পিতৃতন্ত্র প্রমাণ করতে চায় পুরুষের অবস্থান উচ্চকোটিতে আর নারীর অবস্থান নিম্ন কোটিতে। তাই পুরুষ নারীর উপরে তার নিয়ন্ত্রণ তার অবদমন বজায় রাখতে সক্ষম। পিতৃতান্ত্রিক এই নিয়ন্ত্রণ পিতৃতান্ত্রিক এই অবদমনের আঁতুর ঘর হিসাবে নারীবাদীরা পরিবারকেই চিহ্নিত করেছেন।

আট

একই ভাবে পিতৃতন্ত্র ব্যক্তি পরিসর এবং গণপরিষদের মধ্যে যে বিভাজন করেছে সেখানেও ব্যক্তি পরিসরে আবেগের প্রাধান্য স্বীকার করে নারীকে ব্যক্তি পরিসরের মধ্যেই অর্থাৎ পারিবারিক গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছে। নারীর প্রধান কাজ হিসেবে পারিবারিক কাজগুলিকেই গণ্য করেছে, অন্যদিকে যা কিছু যুক্তি বুদ্ধির অধীন তা সবই গণপরিসরের সাথে যুক্ত। সেখানে নারীর কোন স্থান পিতৃতন্ত্র মানতে নারাজ। সেখানে বিরাজ করবে পুরুষের আধিপত্য শুধু এই পর্যন্তই নয় গণপরিষদ কে ব্যক্তি পরিষর অপেক্ষা উন্নত বলেও দাবি করেছে পিতৃতন্ত্র। পরিবারের নারীর দুটি ভূমিকা কে স্থির করে দিয়েছে পিতৃতন্ত্র একটি সতীত্ব অন্যটি ত্যাগ। এই দুটি ভূমিকা কে অনবরত পালনের মধ্যে দিয়েই নারী আদর্শ নারী হয়ে ওঠে এমনই দাবি পিতৃতন্ত্রের। তারা এও দাবি করে যে পরিবার হল এমন জায়গা যেখানে নারীর দেহের উপর, তার প্রজনন ভূমিকার উপর পুরুষ তার কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম। এই বিষয়টিকে নারীবাদীরা কখনোই আমল দেননি। নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গ বারবারই দাবি জানিয়েছে নারীর নিজের দেহের উপর নিজের অধিকারের। র‍্যাদিকাল নারীবাদীরা পরিবারে যে সমতা বা ইকুয়ালিটির কথা বলেছেন তা যে শুধুমাত্র সমান-সামাজিক সুযোগ-সুবিধা তা নয়। জৈবিক ভূমিকার ক্ষেত্রেও তারা সমতার দাবি তুলেছেন। তারা মনে করেছেন উন্নত প্রযুক্তি নারীর ও পুরুষের মধ্যে জৈবিক ভূমিকা গত যে পার্থক্য সেখানেও সমতা আনতে সক্ষম। তাই পারিবারিক পরিসরে যা নারীর কাজ হিসেবে বিবেচ্য তা পিতৃতন্ত্রের দ্বারা সৃজিত বলে নারীবাদীরা মনে করেন। যা নারীর স্বাধীন আত্ম বিকাশে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। আজ যে নারীরা কেবলমাত্র পারিবারিক পরিসরে আবদ্ধ হয়ে আছে এমন নয়। তবে এ থেকে এমন মনে করার কোন জায়গা নেই যে নারী স্বাধীনভাবে তার আত্মবিকাশের পথকে প্রশস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ নারীরা

যে বাইরের কাজের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে সেখানে প্রতিনিয়ত তাদের নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করে যেতে হচ্ছে তাদের এটা প্রমাণ করতে হচ্ছে যে তারা পুরুষের সমকক্ষ। সেখানে কিন্তু মানদন্ড হিসেবে এখনো পুরুষকেই বিচার করা হচ্ছে। এবং বাইরের কাজের সাথে যুক্ত হয়েও পারিবারিক যে দায়-দায়িত্ব তারা থেকে নারীরা কোনভাবেই নিস্তার পায়নি।

এই প্রসঙ্গে এই আলোচনাটিও জরুরী যে পিতৃতন্ত্রকে আমরা পুরুষের আধিপত্যবাদ হিসেবে দেখলেও পিতৃতন্ত্র যে সবসময় পুরুষের স্বাধীন আত্মবিকাশ কে ত্বরান্বিত করতে পেরেছে এমন বোধহয় বলা যায় না। পিতৃতন্ত্র পুরুষের যে বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে দিয়েছে তাতে পুরুষকে যুক্তিবাদী, পরাক্রমমূলক কাজে সাবলীল, পরিবারের ত্রাতা হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে আর এই ভূমিকায় পুরুষকে অবতীর্ণ করে পিতৃতন্ত্র পুরুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছে পরিবারের যাবতীয় অর্থনৈতিক দায়ভারকে। যা পুরুষের ক্ষেত্রেও তার আত্মবিকাশের পথকে কতখানি প্রশস্ত করেছে সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

উপরিক্ত আলোচনায় আমরা দেখলাম নারীবাদী বীক্ষনে পরিবারের যে ধারণাটি উঠে এসেছে তা স্পষ্টই দেখিয়েছে পারিবারিক পরিসরে পিতৃতন্ত্রের উপস্থিতি কেবল নারীর স্বাধীন আত্ম বিকাশেই যে বাধা সৃষ্টি করে তাই নয়, তা কোথাও গিয়ে পুরুষেরও ব্যক্তিত্ব বিকাশের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পারিবারিক এই ত্রুটি কি তবে মানব জীবনে পরিবারের গুরুত্বকে কমিয়ে আনছে? এই সম্ভাবনার প্রতি বোধহয় জোর দেওয়া যায় না, কারণ পরিবার এত এতটাই বহুমুখী এবং বৈচিত্রপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যে সে তার ত্রুটি বিচ্যুতি গুলিকে সঙ্গে নিয়ে নিজেকে প্রতিমুহূর্তে অভিযোজিত করে চলেছে। আর এই উদারতাই পরিবারকে মানব জীবনে তার প্রাসঙ্গিকতা ধরে রাখতে সাহায্য করেছে। হোমোসেপিয়েন্স শ্রেণীর সদ্যজাত সদস্য থেকে আত্ম সচেতন ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার যে প্রক্রিয়াকরণ তার সিংহভাগই জুড়ে আছে পরিবার। তাই ব্যক্তি জীবনে পরিবারের ভূমিকা কে অস্বীকার করা বোধহয় সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র :

১. Maclver R.M, Page Charls H, Scociety: An Introductory Analysis, The MacMillan Press Ltd. London 1971 p. 238
২. Winch R.F, The Modern Family, Holt, Rinehart and Winston 1960 p. 14
৩. Goode, J. William, The Family, PHI Learning Private Ltd. Delhi 2017 p. 1
৪. Goode, J. William, The Family, PHI Learning Private Ltd. Delhi 2017 p. 27
৫. Goode, J. William, The Family, PHI Learning Private Ltd. Delhi 2017 p. 27
৬. সেনগুপ্ত, মল্লিকা. স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৬৫
৭. মৈত্র. শেফালী, নৈতিকতা ও নারীবাদ : দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানামাত্রা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ২০